দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 04

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০% মহিলা নিয়োগ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ বিধি নিয়ম-কানুনসমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০১-০১-৮২ তারিখ কিংবা তার পরে কোন শিক্ষককে সরকার ঘোষিত নিয়োগ বিধি অনুসরণ না করে নিয়োগ প্রদান করলে সরকারী অনুদান ভাতাদি পাবেন না বলে মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত বিধিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর নং ঃ শাঃ ১১/বিবিধ-৩৯/৯৬ (অংশ) ৩৪/৬৫০ শিক্ষা, তারিখ ১৩-০১-৯৯ ইং জারিকৃত সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ সাবের হোসেন স্বাক্ষরিত ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে। বেসরকারী উদ্যোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা) স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা নির্দেশক্রমে উপরোক্ত বিষয়ে উল্লেখিত নীতিমালাটি আংশিক সংশোধনক্রমে ৪ (৭) নং ক্রমিকের পর নিম্নোক্ত দু'টি ক্রমিক সংযোজন করা হল। উল্লেখ্য, নীতিমালার অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

ক) নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে স্টাফিং প্যাটার্ন অনুযায়ী বিদ্যমান শিক্ষকের পদসমূহের মধ্যে ৩০% মহিলা থাকতে হবে।

খ) ইতোমধ্যে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষকের পদের ৩০% মহিলা না থাকলে মৃত্যুজনিত বা অবসর গ্রহণজনিত বা অন্য কোন কারণে পদ শূন্যতার ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ৩০% মহিলা কোটা পূরণ হয়।

উল্লেখিত নীতিমালাগুলো কাজীর গরু কিতাবে আছে গোয়ালে নেই, বাস্তবে মানা হচ্ছে না। বহু কলেজে শিক্ষক নিয়োগের নামে চলছে প্রহসন। ৫০-৭০ হাজার ডোনেশন। আবার কোথাও বা মামু, খালু, তেল-পানির জোরে চাকরি হচ্ছে কিন্তু প্রকৃত মেধা যাচাই, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ বা সরকার ঘোষিত ৩০% মহিলা নিয়োগ বাস্তবে কোনটাই পালন হচ্ছে না। এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যায় যে, নরসিংদী জেলার একটি ডিগ্রী কলেজে দরখাস্ত জমা দিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সঙ্গে আলাপে জানা যায় যে, তিনি যেভাবেই হোক মহিলা শিক্ষক নিয়োগ প্রতিহত করবেন। কোনভাবেই মহিলা নিয়োগ তিনি করবেন না। এমনকি তিনি উক্ত আইনেরও কোন তোয়াক্কা করেন না। একইভাবে মাঝিনা মৌজার একটি ফাযিল মাদ্রাসায় ২ বার শিক্ষক নিয়োগ হল কিন্তু মহিলা নিচ্ছে না, নিবে না। এভাবে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পরেই যাকে নেয়া হবে তার সাথে চুক্তি হয়ে যায়। শুরু হয় বিষয় বিশেষজ্ঞসহ সকলের সাথে যোগাযোগের পালা। বিজ্ঞপ্তি নামে মাত্র সরকারের নিয়ম মানার জন্য দেয়া হচ্ছে। ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের নিয়মের ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ কলেজ পরিদর্শক জনাব এ বি এম বদরুজ্জা মিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, উল্লেখিত সরকারের নিয়ম মানা অবশ্যই উচিত। মাদ্রাসাগুলোতে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় মহিলা অগ্রাধিকারের কথা বলে, কিন্তু কিছু মাদ্রাসায় এমন হচ্ছে যে, নিয়োগের পর তাদেরকে কিভাবে তাড়ানো যায় শুরু হয় তার কূটকৌশল।

তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ড অফিস এবং শিক্ষা ভবনে কর্মরত উর্ধ্বতন সকলের নিকট আকুল আবেদন, ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে যথাযথভাবে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

জেবুন নাহার